এসএসএস বুলেটিন

একটি ত্রৈমাসিক

বর্ষ • ২০ সংখ্যা • ০৪ অক্টোবর-ডিসেম্বর • ২০২৫

তারুণ্যের উৎসব-২০২৫ উপলক্ষে এসএসএস-এর গ্রাহক সেবা পক্ষ:

আস্থা, সেবা ও উন্নয়নের বন্ধন

SSS

এসএসএস বুলেটিন

সম্পাদকীয়

তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ :
পরিবর্তনের শক্তি, উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি

বাংলাদেশ আজ এক নবজাগরণের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে। এই জাগরণের প্রাণশক্তি, অনুপ্রেরণার উৎস এবং পরিবর্তনের স্রোতধারা--আমাদের তরুণ প্রজন্ম। তাদের চিন্তা, শ্রম, মেধা ও উদ্ভাবন আজকের বাংলাদেশকে এক আত্মনির্ভর, প্রগতিশীল ও মানবিক রাষ্ট্রে রূপান্তরের পথে এগিয়ে নিচ্ছে। সরকার ঘোষিত 'তারুণ্যের উৎসব-২০২৫' মূলত সেই অদম্য উদ্যম, সীমাহীন সম্ভাবনা ও মানবিক শক্তিরই এক উৎসবমুখর উদযাপন--যেখানে তারুণ্য মানে জীবনের উচ্ছ্বাস, দায়িত্ববোধ এবং পরিবর্তনের শপথ।

সোসাইটি ফর সোসাল সার্ভিস (এসএসএস) প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই বিশ্বাস করে--জাতির প্রকৃত উন্নয়নের চালিকাশক্তি হলো তরুণ সমাজ। তাই এসএসএস কেবল অর্থনৈতিক

একটি কথা না বললেই নয়--তরুণদের গড়ে তুলতে হবে নতুনভাবে, নতুন চিন্তা ও উদ্যমে। তারা এগিয়ে যাবে সৃজনশীলতার পথে, দূরে রাখবে নেশা ও অন্ধকারের আসক্তি। প্রযুক্তি হবে তাদের উদ্ভাবনের হাতিয়ার, জীবন ধ্বংসের নয়--জীবন গড়ার মাধ্যম। এই পরিবর্তনের জন্য চাই রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবারের সচেতন সহযোগিতা। কারণ, যখন তারুণ্য জাগে--তখনই জেগে ওঠে দেশ।

উন্নয়ন নয়; শিক্ষা, দক্ষতা বিকাশ, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য ও মানবিক মূল্যবোধের প্রতিটি স্তরে তরুণদের সম্পৃক্ত করছে সৃজনশীল উদ্যোগে। এসএসএস বিশ্বাস করে, প্রতিটি তরুণ একটি দীপ্ত স্বপ্ন, প্রতিটি তরুণ একটি জাগরণের প্রতিশ্রুতি।

'তারুণ্যের উৎসব-২০২৫' উপলক্ষে এসএসএস আয়োজন করেছে 'গ্রাহক সেবা পক্ষ-২০২৫', যা পালিত হয়েছে ১৬ থেকে ৩০ অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত। এই সময় জুড়ে এসএসএস-এর প্রধান কার্যালয়, ফাউন্ডেশন অফিস, মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন শাখা ও অঙ্গ-প্রতিষ্ঠানসমূহে অনুষ্ঠিত হয়েছে নানা অর্থবহ কর্মসূচি। এর মধ্যে ছিল: ব্যানার প্রদর্শন ও সচেতনতা সৃষ্টি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কবিতা আবৃত্তি, রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি ক্যাম্প, অসংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধে প্রচারাভিযান, প্রীতি ফুটবল ম্যাচ, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, সদস্য ও সভানেত্রীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা, ডিজিটাল লেনদেন বিষয়ে প্রশিক্ষণ এবং বাল্যবিবাহ, যৌতুক, মাদক ও ইভটিজিং প্রতিরোধে তরুণদের সম্পৃক্তকরণসহ নানা সচেতনতামূলক উদ্যোগ।

এসএসএস প্রায় চার--দশক সময় ধরে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন এই বিশ্বাসে--মানুষের উন্নয়নই প্রকৃত উন্নয়ন। এসএসএস-এর প্রজ্ঞা, দূরদৃষ্টি ও মানবিক নেতৃত্ব তরুণদের মাঝে জাগিয়েছে আত্মবিশ্বাস, দিয়েছে আলোর দিকনির্দেশনা। সংস্থার প্রবর্তিত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও মানবিক সহায়তা কার্যক্রম আজ হাজারো তরুণ-তরুণীর জীবনে সৃষ্টি করেছে সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত।

'তারুণ্যের উৎসব' আমাদের মনে করিয়ে দেয়--তারুণ্য কেবল বয়সের সংজ্ঞায় সীমাবদ্ধ নয়; এটি মানসিক উদ্দীপনা, সৃষ্টিশীলতার শক্তি এবং পরিবর্তনের অঙ্গীকার। প্রযুক্তিনির্ভর এই যুগে আমাদের তরুণেরা যেমন নতুন উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসছে, তেমনি মানবিক মূল্যবোধ ও সামাজিক দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রেও গড়ে তুলছে উজ্জ্বল উদাহরণ। এসএসএস বিশ্বাস করে--যে সমাজ তার তরুণদের সঠিক শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও নৈতিক দিকনির্দেশনা দিতে পারে, সে সমাজই পারে টেকসই উন্নয়নের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে।

একটি কথা না বললেই নয়--তরুণদের গড়ে তুলতে হবে নতুনভাবে, নতুন চিন্তা ও উদ্যমে। তারা এগিয়ে যাবে সৃজনশীলতার পথে, দূরে রাখবে নেশা ও অন্ধকারের আসক্তি। প্রযুক্তি হবে তাদের উদ্ভাবনের হাতিয়ার, জীবন ধ্বংসের নয়--জীবন গড়ার মাধ্যম। এই পরিবর্তনের জন্য চাই রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবারের সচেতন সহযোগিতা। কারণ, যখন তারুণ্য জাগে--তখনই জেগে ওঠে দেশ।

তাই এই উৎসবের আহ্বান হোক--আমরা সবাই মিলে গড়ে তুলব এমন এক বাংলাদেশ, যেখানে সেবাই হবে সংস্কৃতি, মানবিকতাই হবে শক্তি, আর তারুণ্যই হবে উন্নয়নের প্রতীক।

তারুণ্যের উৎসব ২০২৫--একটি আশার অঙ্গীকার, একটি পরিবর্তনের আহ্বান, একটি আলোকিত ভবিষ্যতের শপথ।

সম্পাদক
আব্দুল হামিদ ভূইয়া
নির্বাহী পরিচালক, এসএসএস

প্রকাশনায়
এসএসএস
এসএসএস ভবন, ময়মনসিংহ রোড, টাঙ্গাইল

কপিরাইট © এসএসএস
প্রিন্টেক প্রেস, নীলক্ষেত, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

এক-নজরে এসএসএস-এর ঋণ কর্মসূচি

(৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ প্রান্তে)

জেলা (সংখ্যা):	৫৬
শাখা (সংখ্যা):	৮৩৭
সুবিধাভোগী (সংখ্যা):	১২.২০ লক্ষ
ঋণগ্রহীতা (সংখ্যা):	৯.২০ লক্ষ
ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণ (কোটি টাকা):	৬৩,৫৬৮.৭৭
সঞ্চয়স্থিতি (কোটি টাকা):	২,৯১৮.৩৪
ঋণস্থিতি (কোটি টাকা):	৫,৮২২.৩১
কর্মী সংখ্যা:	৮,৩৮৯

এসএসএস-এর সেবা-পরিষেবা দিনে দিনে ছড়িয়ে পড়ছে, স্পর্শ করছে নতুন উদ্যোক্তা, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও প্রান্তিক জনগণের জীবন--এবং তাদের হাতে ধরাচ্ছে স্বনির্ভরতার দীপ্তি, আত্মমর্যাদা ও নতুন সম্ভাবনার আলো।

■ একজন শিক্ষার্থী বৃত্তির নগদ অর্থ গ্রহণ করছেন

শিক্ষাবৃত্তি প্রদান-২০২৫:

শিক্ষার অগ্রযাত্রায় এসএসএস

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। প্রতিভা বিকাশে আর্থিক সীমাবদ্ধতা যেন কখনোই প্রতিবন্ধক না হয়--এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে ২০০৩ সাল থেকে এসএসএস নিজস্ব তহবিল ও জাপানের বিশিষ্ট লেখক মি. সাতরু নাগার সহায়তায় দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে নিয়মিত "এসএসএস-নাগা" শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করে আসছে।

৬ ডিসেম্বর ২০২৫ বিকাল ৩.০০ ঘটিকায় ফাউন্ডেশন অফিস মিলনায়তন (১২ তলা) অনুষ্ঠিত হয় শিক্ষাবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে ১১০ জন সুবিধাবঞ্চিত ও মেধাবী শিক্ষার্থীর হাতে মোট ৩,৮৫,০০০ টাকা বৃত্তি তুলে দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানটি কুরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে সূচনা হয়। এরপর শিক্ষাবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন এসএসএস-এর উপ-নির্বাহী পরিচালক জনাব মাহবুবুল হক ভূইয়া। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন নির্বাহী পর্ষদের সভাপতি জনাব কাজী জাকেরুল মওলা। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র পরিচালক (ঋণ) জনাব সন্তোষ চন্দ্র পাল, প্রধান অতিথি হিসাবে ছিলেন জাপানের বিশিষ্ট লেখক মি. সাতরু নাগা এবং বিশেষ অতিথি মি. মাছারু ইয়ামাগুচি ও মিস হিদেকো সগিসাওয়া।

বিশিষ্ট অতিথি মি. মাছারু ইয়ামাগুচি শিক্ষার্থীদের দুটি মূল প্রতিজ্ঞার পরামর্শ দেন: "মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করো এবং নতুন বন্ধু তৈরি করো। এর মাধ্যমে তোমাদের জীবনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিশ্চিত।" মি. সাতরু নাগা তাঁর বক্তব্যে শিক্ষার গুরুত্ব ও জীবনে শিক্ষার আলোকে তুলে ধরেন এবং নির্বাহী পরিচালকের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন।

উপ-নির্বাহী পরিচালক তাঁর বক্তব্যে শিক্ষার প্রসারে নির্বাহী পরিচালকের অবদানকে স্বীকৃতি দেন এবং জাপানি অংশীদারদের শিক্ষাবৃত্তি কার্যক্রমে অবদানের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় মনোযোগী হওয়ার পরামর্শ দেন এবং ভবিষ্যতে আরও বৃহৎ পরিসরে বৃত্তি প্রদান করার প্রতিশ্রুতি দেন। এছাড়াও তিনি অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান জানান সন্তানদের ওপর নজরদারি বাড়াতে, মোবাইল আসক্তি কমাতে, ধর্মীয় ও সামাজিক শিক্ষার প্রতি মনোযোগ দিতে।

শিক্ষাবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানটি শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয়ার পাশাপাশি তরুণদের মনোবল ও প্রতিভা বিকাশে নতুন উদ্দীপনা যোগ করেছে, যেখানে প্রতিটি শিক্ষার্থী ফিরে যায় ভবিষ্যতের নতুন সম্ভাবনা নিয়ে।

তারুণ্যের উৎসব-২০২৫ উপলক্ষে এসএসএস-এর গ্রাহক সেবা পক্ষ:

আস্থা, সেবা ও উন্নয়নের বন্ধন

তরুণরা জাতির প্রাণ--তাদের স্পন্দন, সাহস ও উদ্ভাবন ক্ষমতা নির্ধারণ করে সমাজ ও দেশের গতিপথ। তারা শুধু স্বপ্ন দেখে না, স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার অদম্য সাহসও রাখে। তাদের চোখে নতুন সম্ভাবনা ঝলমল করে, মনে থাকে দৃঢ়তা, আর হাতে থাকে সৃজনশীলতা ও নেতৃত্বের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতা। এই শক্তি ও উদ্যমের সম্মিলনই গড়ে তোলে সমাজে নতুন দিগন্ত, প্রযুক্তি, শিল্প, সংস্কৃতি এবং মানবিক মূল্যবোধের এক অভূতপূর্ব রূপ।

প্রযুক্তির গতিময় যুগে তরুণরাই উদ্ভাবনের অগ্রদূত। তারা শুধু পরিবর্তনকে গ্রহণ করে না, নিজেরাই সেই পরিবর্তনের সূচনা করে। সঠিক শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও সুযোগ পেলে তরুণরা হতে পারে আগামী দিনের রাজনীতি, প্রশাসন, অর্থনীতি এবং সমাজের সৎ, যোগ্য ও দূরদর্শী নেতা। তাদের উদ্যমে সম্ভব এক নৈতিক, মানবিক এবং টেকসই বাংলাদেশ গঠন।

এই অনন্য শক্তি ও সম্ভাবনাকে সম্মান জানাতে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার হাতে নিয়েছে এক মহৎ উদ্যোগ: "তারুণ্যের উৎসব-২০২৫", যা হবে স্বপ্ন, নেতৃত্ব ও জাতীয় পুনর্জাগরণের দীপ্ত উৎসব।

মূল প্রতিপাদ্য

"এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই"। এই প্রতিপাদ্য তরুণ সমাজকে উজ্জীবিত করে উদ্ভাবন, উদ্যোগ এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নতুন বাংলাদেশ গড়ার আহ্বান জানায়।

কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন

১৬ থেকে ৩০ অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত দেশের সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান 'গ্রাহক সেবা পক্ষ' পালন করবে। মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ)-এর নির্দেশনা অনুযায়ী, এসএসএস-এর প্রধান কার্যালয়, ফাউন্ডেশন অফিস এবং মাঠ পর্যায়ের সকল কার্যালয়ে এই উদ্যোগ বাস্তবায়নে নানান কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এসএসএস-এর প্রধান ও সৃজনশীল উদ্যোগসমূহ হলো:

গ্রাহক সেবা পক্ষ ব্যানার প্রদর্শন: এসএসএস-এর সকল অফিস ও অঙ্গ-প্রতিষ্ঠানে তারুণ্যের উৎসব-২০২৫ বিষয়ে নির্দেশিত ব্যানার প্রদর্শন করা হয়েছে। এটি প্রতিটি দর্শকের মনে গড়ে তোলে তরুণ শক্তির প্রতি শ্রদ্ধা ও উৎসবের ভাবমূর্তি।

কবিতা, রচনা ও চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতা: ২৮ অক্টোবর ২০২৫-এ এসএসএস-পৌর আইডিয়াল উচ্চ বিদ্যালয় ও সোনার বাংলা চিল্ড্রেন হোমে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী প্রতিটি

তারুণ্যের উৎসব-২০২৫ ও গ্রাহক সেবা পক্ষ উপলক্ষে এসএসএস-এর বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমের একাংশ

শিশু তার স্বপ্ন ও সৃজনশীলতার প্রদর্শনী করেছে। বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানটি ছিল এক উৎসবমুখর মুহূর্ত, যেখানে নতুন প্রজন্মের প্রতিভা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান: বিদ্যালয়, কলেজ ও প্রতিষ্ঠান প্রাঙ্গণ থেকে শুরু করে আশপাশের পরিবেশ পরিষ্কার করা হয়। মশা নিরোধক স্প্রে, আবর্জনা ও আগাছা অপসারণ এবং ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধ বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সচেতনতা প্রদান করা হয়েছে। এটি তরুণদের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা ও সামাজিক দায়বোধের মনোভাব জাগ্রত করেছে।

তারুণ্যের উৎসব-২০২৫ ও গ্রাহক সেবা পক্ষ উপলক্ষে অপুষ্টি দূরীকরণ কর্মসূচির অধীনে পুষ্টি ক্যাম্প আয়োজন ও খাবার পরিবেশন

স্বাস্থ্য ও পুষ্টিক্যাম্প: ২৩টি বিশেষ স্বাস্থ্যক্যাম্পে ১,০৪৮ জন বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করেছেন। এছাড়া স্কুল পর্যায়ে কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ে শিক্ষাদান করা হয়েছে। পুষ্টিক্যাম্পে শিশু, কিশোর-কিশোরী, গর্ভবতী ও প্রসূতি নারীদের জন্য পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ খাবার তৈরি শেখানো হয়েছে।

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি: ১৬-৩০ অক্টোবর ২০২৫-এর মধ্যে ১,৩৫,৫৫৫টি গাছের চারা বিতরণ করা হয়েছে। শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও স্থানীয় সদস্যদের অংশগ্রহণে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি ও সবুজ বাংলাদেশ গঠনের প্রেরণা জাগানো হয়েছে।

প্রীতি ফুটবল ম্যাচ: নবীন ও প্রবীণ, ছেলেমেয়ে ও তরুণীদের মধ্যে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ আয়োজনের মাধ্যমে নারী ক্ষমতায়ন, আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি এবং ক্রীড়া-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে নারীদের সমান অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে।

সামাজিক সচেতনতা ও আলোচনাসভা: ইভটিজিং, বাল্যবিবাহ, যৌতুক প্রথা, মাদক, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ বিষয়ে তরুণদের সম্পৃক্তকরণ ও সচেতনতা বৃদ্ধি। স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যরা অংশগ্রহণ করে নবীনদের দিকনির্দেশনা দিয়েছেন।

ডিজিটাল লেনদেন ও অধিকার-দায়িত্ব প্রশিক্ষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণের একাংশ

ডিজিটাল লেনদেন ও অধিকার-দায়িত্ব প্রশিক্ষণ: ২০ ব্যাচে ৫৬৮ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করে। তরুণরা শিখেছে ডিজিটাল লেনদেনের সঠিক ব্যবহার, সামাজিক দায়িত্ব ও তাদের অধিকার।

উপসংহার: তারুণ্যের উৎসব-২০২৫ হলো স্বপ্ন, সম্ভাবনা ও পরিবর্তনের উজ্জ্বল প্রতীক। এটি তরুণদের শক্তি, সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনশীলতাকে এক মহাসম্মেলনে পরিণত করে, যেখানে তারা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত মূল্যবোধে উদ্ভাসিত হয়। ইতিহাস সাক্ষী: মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে জুলাই ২০২৪-এর গণঅভ্যুত্থান পর্যন্ত প্রতিটি গণজাগরণে তরুণরাই অগ্রভাগে ছিল। তাই জাতি গঠনে তাদের অবদান কেবল অতীতের নয়, ভবিষ্যতেরও প্রেরণা।

"তারুণ্যের উৎসব-২০২৫" প্রতিটি তরুণকে স্বপ্ন দেখতে, চিন্তা করতে এবং পদক্ষেপ নিতে উদ্বুদ্ধ করবে--দেশ ও পৃথিবীকে বদলানোর অদম্য শক্তি হিসাবে।

পৌর আইডিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়ে ব্যাংক আল-ফালাহ্-এর শিক্ষা উপকরণ বিতরণ

অবহেলিত হিন্দু নিম্নবর্ণ ও হরিজন পল্লীর শিশুদের শিক্ষার সুযোগ বিস্তারে প্রতিষ্ঠিত এসএসএস-পৌর আইডিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের পাঠদান ও সহশিক্ষা কার্যক্রম আরও সমৃদ্ধ করতে শিক্ষা উপকরণ প্রদান করেছে ব্যাংক আল-ফালাহ্।

এসএসএস-এর শিক্ষা ও শিশু উন্নয়ন বিভাগের উদ্যোগে উপস্থাপিত প্রস্তাবনার প্রেক্ষিতে ব্যাংক আল-ফালাহ্ শিক্ষা উপকরণ ক্রয়ের জন্য ১০ লক্ষ টাকা অনুদান অনুমোদন করে। এর মাধ্যমে বিদ্যালয়ের জন্য ফটোকপি মেশিন, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ল্যাপটপ, সাউন্ড সিস্টেম, হারমোনিয়াম, কারাতে প্র্যাকটিস ম্যাট এবং ২৫০টি প্লাস্টিকের চেয়ার ক্রয় করা হয়।

২৩ ডিসেম্বর ২০২৫ বিদ্যালয়ে আয়োজিত এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে এসব উপকরণ প্রধান শিক্ষকের নিকট হস্তান্তর করা হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন এসএসএস-এর উপ-পরিচালক ও শিক্ষা ও শিশু উন্নয়ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান জনাব অদিতি আরজু। তিনি বলেন--এই সহায়তা বিদ্যালয়ের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করবে এবং শিক্ষার্থীদের প্রতিভা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার এ.এইচ.এম. আকরাম হোসেনসহ বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ।

এসএসএস-এর প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির অধীনে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হচ্ছে

শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠান

এসএসএস-এর প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি-এর আওতায় গালা ইউনিয়ন পরিষদে বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে শীতবস্ত্র, হুইলচেয়ার, ছাতা, লাঠি ও বিভিন্ন পুরস্কারের বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব আলী হোসেন, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ২নং গালা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব মো. নজরুল ইসলাম খান। বিশেষ অতিথি ছিলেন শিক্ষা ও শিশু উন্নয়ন বিভাগের উপপরিচালক জনাব অদিতি আরজু। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কিশোর, নেইম ও প্রবীণ উন্নয়ন কর্মসূচীর সমন্বয়কারী মো. জাহাঙ্গীর হোসেন খান। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন টাঙ্গাইল-১ যোনের যোনাল ম্যানেজার জনাব আব্দুর রব, সহকারী সমন্বয়কারী মো. আক্কেল আলী এবং নেইম কর্মকর্তা আ. আলীম।

এসএসএস দীর্ঘদিন ধরে অসহায়, দরিদ্র ও প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে টাঙ্গাইলের দাইন্যা, হুগড়া, গালা ও মগড়া ইউনিয়নে এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন হচ্ছে। কর্মসূচির আওতায় মোট ২৬০টি কম্বল, ২৮০টি চাদর, ৫০টি লাঠি, ৪৪টি ছাতা ও ৮টি হুইলচেয়ার প্রবীণ সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এছাড়াও দুঃস্থ প্রবীণদের এককালীন আর্থিক সহায়তা ৪,০০,০০০ টাকা (১০০ জন), শ্রেষ্ঠ প্রবীণ সম্মাননা ৪০,০০০ টাকা (২০ জন), শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মাননা ৪০,০০০ টাকা (২০ জন) প্রদান করা হয়। পাশাপাশি ওর্য়াডভিত্তিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার বিজয়ী মোট ৫৪০ জনকে পুরস্কৃত করা হয়।

প্রবীণরা আনন্দে ভরে উঠেন, শিশুরা তাদের খুশি দেখার জন্য উৎসাহিত হয়, আর এই উদ্যোগে উপস্থিত সকলেই মানবিকতার উষ্ণতা অনুভব করেন। এসএসএস-এর এই উদ্যোগ প্রমাণ করে, প্রবীণ জনগোষ্ঠীর কল্যাণে সমাজে ভালোবাসা ও সেবা এখনও জীবন্ত।

অন্যদিকে ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫, শীতের কুয়াশা ও হিমের মাঝে মানবিক সহমর্মিতার উষ্ণতা ছড়িয়ে দিতে এসএসএস-এর উদ্যোগে ব্যাংক আল-ফালাহ্-এর অর্থায়নে পঞ্চগড়ের চারটি শাখায় দুঃস্থ ও অসহায় জনগোষ্ঠীর মাঝে ১০০০টি কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। উক্ত কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এসএসএস অডিট বিভাগের যুগ্ম পরিচালক জনাব মো. আমিনুল ইসলাম খান, বিশেষ অতিথি ছিলেন দিনাজপুর যোনের যোনাল ম্যানেজার জনাব শাহীন মাহমুদ এবং শাখা ব্যবস্থাপক মো. হারেজ মিয়া। অনুষ্ঠানে ৬৪৪ জন সুবিধাভোগী ও সাধারণ জনগোষ্ঠীর মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়। ব্যাংক আল-ফালাহ্-এর এই মানবিক সহায়তা ও এসএসএস-এর আন্তরিক প্রচেষ্টা শীতার্তদের জীবনে নতুন আশা এবং স্নেহময় উষ্ণতার ছোঁয়া যোগ করেছে।

৫৪তম মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে টাঙ্গাইল পৌর উদ্যান স্মৃতিসৌধে এসএসএস-এর পুষ্পস্তবক অর্পণ

মহান বিজয় দিবস-২০২৫ উদযাপন

এসএসএস যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সঙ্গে ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫ ৫৪তম মহান বিজয় দিবস উদযাপন করে। এদিন সকালে ফাউন্ডেশন অফিসে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে কর্মসূচির সূচনা হয়। পরে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে টাঙ্গাইল পৌর উদ্যানে অবস্থিত শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে গিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে মহান মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

বিজয় দিবস উপলক্ষে এসএসএস-এর বিভিন্ন অঙ্গপ্রতিষ্ঠান: এসএসএস-পৌর আইডিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়, সোনার বাংলা চিলড্রেন হোম ও এসএসএস বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে আলোচনা সভা, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এসব আয়োজনে মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগ এবং বিজয়ের তাৎপর্য তুলে ধরা হয়।

এসএসএস-পৌর আইডিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়ে আয়োজিত আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টাঙ্গাইল সদর উপজেলা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার জনাব রাবেয়া মুন্নি। এছাড়াও সোনার বাংলা চিলড্রেন হোমে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় এবং বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

ফাউন্ডেশন অফিসের পাশাপাশি এসএসএস-এর সকল শাখা অফিসেও যথাযথ কর্মসূচির মাধ্যমে মহান বিজয় দিবস পালন করা হয়।

শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস-২০২৫ পালন

শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে এসএসএস-এর উদ্যোগে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫, রবিবার শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস-২০২৫ যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আলোচনা সভা ও দোয়া-মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

সকাল ১১টায় এসএসএস পৌর-আইডিয়াল স্কুলের মিলনায়তনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রধান শিক্ষক মো. আব্দুর রাজ্জাক এবং প্রধান অতিথি ছিলেন ইসিডিপি-এর সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার এ.এইচ.এম. আকরাম হোসেন। স্বাগত বক্তব্য দেন সহকারী প্রধান শিক্ষক মো. আব্দুস সবুর। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত আলোচনার শেষে শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় দোয়া করা হয়।

দুপুর ১টায় এসএসএস পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে প্রিন্সিপাল প্রকৌশলী লুৎফর রহমানের সভাপতিত্বে আলোচনা সভা ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এ.এইচ.এম. আকরাম হোসেন। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে সভা শেষে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

এছাড়াও বিকাল ৩টায় সোনার বাংলা চিলড্রেন হোমে প্রিন্সিপাল মো. মোস্তাফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে আলোচনা সভা ও দোয়া-মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন এ.এইচ.এম. আকরাম হোসেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন সহকারী শিক্ষক মো. আশরাফ উদ্দিন।

দিনব্যাপী এসব কর্মসূচির মাধ্যমে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের আত্মত্যাগ গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়।

SSS

এসএসএস বুলেটিন

জাতীয় অঙ্গনে এসএসএস-এর উজ্জ্বল স্বীকৃতি

১৫তম আইসিএমএবি বেস্ট কর্পোরেট অ্যাওয়ার্ড ২০২৫-এ দ্বিতীয় পুরস্কার অর্জন

এসএসএস আবারও জাতীয় পর্যায়ে গৌরবের স্বাক্ষর রাখল। ১৫তম আইসিএমএবি বেস্ট কর্পোরেট অ্যাওয়ার্ড ২০২৫-এ বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ক্যাটাগরিতে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে প্রতিষ্ঠানটি কর্পোরেট সুশাসন, আর্থিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে তার শক্ত অবস্থানকে পুনরায় প্রমাণ করেছে।

১৭ ডিসেম্বর ২০২৫ পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠিত হয় ঢাকার বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্র। অনুষ্ঠানে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা জনাব এসকে বশির উদ্দিন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান খান এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মাহবুবুর রহমান বিজয়ীদের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মাননা তুলে দেন।

এসএসএস-এর ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক ও উপ-নির্বাহী পরিচালক মাহবুবুল হক ভূইয়া এবং অর্থ ও হিসাব বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ও যুগ্ম পরিচালক দীপ্তিময় বড়ুয়া ১৫তম আইসিএমএবি বেস্ট কর্পোরেট অ্যাওয়ার্ড ২০২৫ গ্রহণ করছেন।

এসএসএস-এর পক্ষ থেকে এই সম্মাননা গ্রহণ করেন সংস্থার ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক ও উপ-নির্বাহী পরিচালক মাহবুবুল হক ভূইয়া এবং অর্থ ও হিসাব বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ও যুগ্ম পরিচালক দীপ্তিময় বড়ুয়া। অনুষ্ঠানে এসএসএস-এর অন্যান্য প্রতিনিধিদের পাশাপাশি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, নিয়ন্ত্রক সংস্থা ও পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, এসএসএস-এর এই অর্জন সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক আব্দুল হামিদ ভূইয়া-এর দূরদর্শী নেতৃত্ব, সততা ও মানবকল্যাণমুখী দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রতিফলন। তাঁর নেতৃত্বেই সংস্থাটি দীর্ঘদিন ধরে স্বচ্ছতা, সুশাসন ও সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। বর্তমানে আমাদের শ্রদ্ধেয় স্যার--আব্দুল হামিদ ভূইয়া গত আট মাস ধরে থাইল্যান্ডে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। মহান আল্লাহর অসীম কৃপায় তিনি ধীরে ধীরে সুস্থতার পথে এগিয়ে যাচ্ছেন–এই সংবাদ আমাদের সবার জন্য আশার আলো হয়ে এসেছে। আমরা সকলেই আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করি--মহান আল্লাহ যেন তাঁকে পূর্ণ সুস্থতা, নতুন শক্তি ও শান্তি দান করেন এবং অচিরেই সুস্থ অবস্থায় আমাদের মাঝে ফিরে আসার তৌফিক দান করেন।

সততা, উদ্ভাবন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের আদর্শে এগিয়ে চলা এসএসএস-এর জন্য ১৫তম আইসিএমএবি বেস্ট কর্পোরেট অ্যাওয়ার্ড ২০২৫-এ দ্বিতীয় পুরস্কার অর্জন একটি গৌরবময় স্বীকৃতি, যা জাতীয় পর্যায়ে সংস্থার নেতৃত্ব ও আস্থার প্রতিচ্ছবি তুলে ধরে।

মধুপুরে আরএমটিপি প্রকল্পের সমাপনী কর্মশালা অনুষ্ঠিত

টাঙ্গাইলের মধুপুরে উচ্চমূল্যের ফল ও ফসলের জাত সম্প্রসারণ ও বাজারজাতকরণভিত্তিক ভ্যালু চেইন প্রকল্প আরএমটিপি-এর সমাপনী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫, মঙ্গলবার সকাল ১০টায় মধুপুর উপজেলা হলরুমে এসএসএস-এর আয়োজনে এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হওয়া প্রকল্পটি ২০২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে সমাপ্ত হয়। প্রকল্পটির অর্থায়নে ছিল ইফাদ ও ড্যানিডা এবং কারিগরি সহায়তা প্রদান করে পিকেএসএফ। গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাধ্যমে নিরাপদ, পরিবেশবান্ধব ও পুষ্টিসমৃদ্ধ উচ্চমূল্যের ফল ও ফসলের প্রযুক্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়। পাশাপাশি কৃষকদের আয় বৃদ্ধি, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, পুষ্টি উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, টেকসই কৃষি উন্নয়ন এবং বাজার ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এ উদ্যোগ।

ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলার চারটি উপজেলায় বাস্তবায়িত এই প্রকল্পে মোট ৬,০০০ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক সরাসরি উপকৃত হয়েছেন। প্রকল্পটির মোট বাজেট ছিল ৩ কোটি ৬৬ লাখ ৫৫ হাজার টাকা। প্রকল্পের আওতায় উচ্চমূল্যের বিভিন্ন ফল ও ফসল--যেমন এমডি-২ আনারস, জি-৯ কলা, কফি, বিশেষ জাতের লেবু, লিচু, কাঁঠাল ও হলুদ মাল্টা–চাষাবাদ ও বাজারজাতকরণে কৃষকদের প্রশিক্ষণ ও সহায়তা প্রদান করা হয়।

■ ফোন: ০২৯৯৭৭-৫২৬৩০, ৫২৬৩১ ■ ফ্যাক্স: ৮৮-০৯২১-৬৩৯৩১ ■ ই-মেইল: ssstgl@btcl.net.bd, ssstgl@yahoo.com ■ **Website:** www.sss-bangladesh.org